গাংনীতে সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ, নতুন নাম রবিন ইসলাম

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ভোলাডাঙ্গা দাসপাড়ায় সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন রঞ্জিত দাসের ছেলে রবিন দাস। ধর্মান্তরের পর তাঁর নতুন নাম রাখা হয়েছে রবিন ইসলাম।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর থেকে তিনি রবিন ইসলাম নামে পরিচিত হচ্ছেন।

এদিকে, নতুন জীবনের পথচলায় রবিন ইসলাম সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন, যেন তিনি সুন্দরভাবে জীবন পরিচালনা করতে পারেন।

মেহেরপুরে দুই বছরে হয়নি মঞ্চ নাটক

মেহেরপুরে দুই বছর ধরে বন্ধ রয়েছে মঞ্চ নাটক। জুলাই আন্দোলনে রাজনৈতিক পালাবদলে মেহেরপুরে শিল্প সংস্কৃতিতেও প্রভাব পড়েছে। সরকারি নির্দেশনায় জুলাই আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে ‘বন্দী’ নামের একটি নাটক মঞ্চায়ন হয়েছিলো ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

জাতীয় শিল্পকলা একাডেমির তত্ত্বাবধানে সেই নাটকটি মঞ্চায়িত হয়েছে স্থানীয় নতুন শিল্পিদের প্রশিক্ষণ দিয়ে। এর বাইরে শিল্পকলা বা অন্য কোন সাংস্কৃতিক সংগঠণ গেল দুই বছরে মেহেরপুরে কোন নাটক মঞ্চায়ন করেনি।

জুলাই আন্দোলনের পরে শিল্পকলা একাডেমির নতুন কমিটি গঠণ হয়নি। এছাড়া আওয়ামী ঘরানার শিল্পিরাও গা ঢাকা দিয়েছেন। ফলে নাটকসহ সকল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। তবে আগামী অক্টোবর মাসের মাঝামাঝিতে মেহেরপুর থিয়েটার নামের একটি সংগঠণ একটি নাটক

মঞ্চায়ণ করার প্রস্তুতি চালাচ্ছে বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর থিয়েটারের যুগ্ম আহবায়ক ও নাট্যশিল্পি আলী রেজা বিছু জানান, তাঁর পরিচালনায় লালন ফকির নামের একটি নাটক মঞ্চায়নের প্রস্তুতি চলছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় থিয়েটার ক্লাবে নাটকটি মঞ্চায়নের লক্ষে রিহার্সাল করা হচ্ছে। আগামী অক্টোবর মাসের মাঝামাঝিতে লালন ফকিরের তিরোধান দিবসকে কেন্দ্র করে নাটকটি মঞ্চায়নের প্রস্তুতি চলছে।

আলী রেজা বিছু বলেন, দুই বছর যাবৎ নাটকসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ রয়েছে। শিল্পকলাও থেকেও কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। শিল্প সংস্কৃতি অনেকটা মুখ থুবড়ে পড়েছে।

তবে, আওয়ামী ঘরানার কয়েকজন সাংস্কৃতিক সংগঠক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, তাদের শিল্পকলা একাডেমি এলাকায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যে কারণে তারা এ ধরণের কর্মকান্ডে অংশ নিতে পারেন না। তবে কারা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন এ প্রশ্নের কোন জবাব তারা দেননি।

মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির কালচারাল কর্মকর্তা সুজন রহমান বলেন, জাতীয় শিল্পকলা একাডেমির নির্দেশনা মোতাবেক আমাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কেন্দ্রিয় কোন কর্মসূচি না থাকায় কোন নাটক মঞ্চায়ন হচ্ছে না।

তবে সাধারণ কার্যক্রম যেমন সঙ্গীত, নৃত্য, তবলা, অঙ্কন প্রশিক্ষণ চালু রয়েছে। আবৃতি ও নাটক প্রশিক্ষক জুলাই আন্দোলনের পর পদত্যাগ করায় এ দুটি প্রশিক্ষণ বন্ধ রয়েছে।

আওয়ামী ঘরানার সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে তিনি বলেন, এ ধরণের কোন কথা ও বা নির্দেশনা কখনো দেওয়া হয়নি। তাদের নিজেরায় আসেন না।

জোসনা বেকারির স্বত্বাধিকারী

মফিজুর রহমান আর নেই

মেহেরপুর পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের থানাপাড়া এলাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও জোসনা বেকারির স্বত্বাধিকারী মো. মফিজুর রহমান ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

বুধবার বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিটের দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান।

মো. মফিজুর রহমান ৩ নম্বর ওয়ার্ডের থানাপাড়া এলাকার মরহুম আতর আলীর দ্বিতীয় ছেলে। তিনি মো. মফিজুর রহমান শাহ মিলন মিলটনের বাবা।

মরহুমের জানাজার নামাজের সময় পরবর্তীতে জানানো হবে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

গাংনীর দুটি সীমান্তে ৮ লাখ ৮১ হাজার টাকার ভারতীয় মালামাল উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার দুটি সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ৮ লাখ ৮১ হাজার ২৪৫ টাকা মূল্যের ভারতীয় মালামাল উদ্ধার করেছে ৪৭ বিজিবি।

আজ বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ভোরে শেওড়াতলা ও রংমহল সীমান্তে পৃথক অভিযান চালায় বিজিবির টহল দল। এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন ৪৭ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ রাশেদ কামাল রনি।

শেওড়াতলা পুকুরপাড় এলাকা থেকে মালিকবিহীন অবস্থায় ৯৫ বোতল ভারতীয় ফেয়ারডিল সিরাপ উদ্ধার করা হয়। এর আনুমানিক সিজার মূল্য ৩৮ হাজার টাকা।

অন্যদিকে, রংমহল সীমান্ত এলাকা থেকে ২ হাজার ৮০০ পিস ভারতীয় ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট ও ৫৯ প্যাকেট পাতার বিড়ি উদ্ধার করা হয়। এসব পণ্যের আনুমানিক সিজার মূল্য ৮ লাখ ৪৩ হাজার ২৪৫ টাকা।

উদ্ধার করা মালামাল গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় পৃথক দুটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ক্ষুন্ন হচ্ছে মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষার মর্যাদাও

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তথ্য, বিনোদন, শিক্ষা কিংবা স্থানীয় নানা ঘটনা মুহূর্তেই মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে।

মেহেরপুরেও গত কয়েক বছরে ফেসবুক পেজ, গ্রুপ ও ব্যক্তিগত আইডিকে কেন্দ্র করে স্থানীয় কনটেন্ট তৈরির প্রবণতা বেড়েছে।

তবে ইতিবাচক কনটেন্টের পাশাপাশি কনটেন্ট তৈরির নামে অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ ও রুচিহীন ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

মিম কিংবা বিনোদনের নামে তৈরি এসব ভিডিওর অনেকগুলোতে মানুষের দৈনন্দিন জীবন, স্থানীয় ঘটনা, কথাবার্তা ও বিভিন্ন সামাজিক বিষয়কে অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করা হচ্ছে। কোথাও ব্যবহার করা হচ্ছে অশালীন ভাষা ও অঙ্গভঙ্গি। আবার কোনো কোনো ভিডিওতে নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত বিষয়কে হাস্যরসের উপকরণ হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার লক্ষ্যেই এসব কনটেন্টে চমকপ্রদ ও কুরুচিপূর্ণ উপাদান যুক্ত করা হচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

স্থানীয়ভাবে পরিচালিত বিভিন্ন মিম পেজ, ফেসবুক গ্রুপ ও কনটেন্টভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে চোখ রাখলে দেখা যায়, অল্প সময়ে

বেশি দর্শক ও শেয়ার পাওয়ার প্রতিযোগিতা তৈরি হয়েছে। একটি ভিডিও কিছুটা জনপ্রিয় হওয়ার পর একই ধরনের আরও ভিডিও তৈরি হচ্ছে। ফলে বিনোদনের নামে তৈরি কনটেন্টের ভাষা ও উপস্থাপনায় অশালীনতার ব্যবহার নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এতে মেহেরপুরের আঞ্চলিক ভাষার মান মর্যাদাও ক্ষুন্ন হচ্ছে।

কনটেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠছে ব্যক্তিগত বিষয়কে বিনোদনের উপকরণ বানানো নিয়ে। কারও কথা বলার ধরন, পোশাক, চলাফেরা, পারিবারিক বিষয় কিংবা ব্যক্তিগত সম্পর্ককে নিয়ে তৈরি করা হচ্ছে মিম ও ভিডিও। অনেক সময় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি ছাড়াই তাঁর ছবি বা ভিডিও ব্যবহার করা হচ্ছে।

মেহেরপুরের বিভিন্ন মিম পেজের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও নিয়ে মিম তৈরি করে প্রকাশের অভিযোগও উঠেছে। সাদিয়া আফরিন জ্যামি নামে এক নারী অভিযোগ করে বলেন, কিছুদিন আগে তাঁর ফেসবুক আইডি থেকে ব্যক্তিগত কিছু ছবি ও ভিডিও নিয়ে ‘এক্সপোর্ট মেহেরপুর ২.০’ নামের একটি পেজে তাঁর ছবি ব্যবহার করে মিম তৈরি করে প্রকাশ করা হয়। এতে তাঁর মানহানি হয়েছে দাবি করে তিনি সাইবার সাপোর্ট সেন্টার, ডিবি, ডিএমপি, ঢাকায় ওই ফেসবুক পেজের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেছেন বলে জানান।

এ ধরনের ঘটনায় ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও প্রকাশের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পরিচয়ও প্রকাশ করা হচ্ছে। এতে একজন ব্যক্তি সামাজিকভাবে বিব্রত হতে পারেন। বিশেষ করে শিক্ষার্থী ও তরুণদের ছবি বা ভিডিও নিয়ে তৈরি কনটেন্ট দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে এর প্রভাব আরও বেশি হতে পারে।

অনেক ভিডিওতে স্থানীয় মানুষের কথাবার্তা বা কোনো ঘটনাকে এমনভাবে সম্পাদনা করে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা মূল ঘটনার সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। কোনো বক্তব্যের একটি অংশ কেটে নিয়ে তার সঙ্গে অন্য শব্দ বা দৃশ্য যুক্ত করে তৈরি করা হচ্ছে নতুন ভিডিও। আবার কোথাও অভিনয়ের মাধ্যমে তৈরি করা হচ্ছে কথিত মজার দৃশ্য।

এসব ভিডিওর সঙ্গে বাস্তবতার পার্থক্য সবসময় স্পষ্ট থাকে না। ফলে দর্শকদের একটি অংশ এগুলোকে বাস্তব ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করার আশঙ্কাও থাকে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিও কত দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছাবে, সেটি অনেকাংশেই নির্ভর করে দর্শকের আগ্রহের ওপর। আর এই

আগ্রহ তৈরি করতে গিয়ে অনেক কনটেন্ট নির্মাতা স্বাভাবিক বিনোদনের পরিবর্তে চমক, বিতর্ক ও অশালীনতাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

মেহেরপুরের স্থানীয় ঘটনা, বাজার, রাস্তা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা সামাজিক আয়োজনকে কেন্দ্র করে তৈরি ভিডিও খুব দ্রুত বিভিন্ন গ্রুপ ও ব্যক্তিগত আইডিতে ছড়িয়ে পড়ছে। এসব কনটেন্টের মধ্যে অনেকেই জেলার ভাষা, সংস্কৃতি ও মানুষের জীবনযাপন তুলে ধরছেন। তবে স্থানীয় ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের অভিযোগও রয়েছে।

স্থানীয় কনটেন্ট নির্মাতা সোহাগ মিয়া বলেন, “বর্তমানে মেহেরপুরে অনেকে কনটেন্ট তৈরি করছেন। আমি চাই, তারা সবাই সুন্দর ও শালীনভাবে এই জেলাকে মানুষের সামনে তুলে ধরুক। অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি থেকে নিজেদের বিরত রেখে নিজেদের একটি পরিচয় তৈরি করুন।”

কনটেন্ট ক্রিয়েটর এমপি রকি বলেন, “কনটেন্ট তৈরির মাধ্যমে আমরা মানুষের কাছে কিছু বার্তা তুলে ধরি। এই বার্তাটা অবশ্যই শালীন হতে হবে। আমরা যদি আমাদের ভিডিওতে খারাপ কিছু তুলে ধরি, তাহলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

ভিউ হলেই কনটেন্ট ক্রিয়েটর হওয়া যায় না। যেকোনো ভিডিওতেই ভিউ হতে পারে, কিন্তু সেটা সমাজের জন্য এবং নিজের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। যারা নেতিবাচক কনটেন্ট তৈরি করছেন, তাদের কাছে আমার অনুরোধ এমন ভিডিও বানান, যাতে সমাজের মানুষ কিছু শিখতে ও জানতে পারে।”

ট্রাভেল কনটেন্ট নির্মাতা রাগীব শাহরিয়ার বলেন, “সাম্প্রতিক সময়ে একটি বিষয় বেশি চোখে পড়ছে মেহেরপুর থেকে অনেক বেশি কনটেন্ট ক্রিয়েটর তৈরি হচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে কিছু মানুষ শুধু মেহেরপুরকেন্দ্রিক ভিডিও করেন। তাঁরা মেহেরপুরের সংস্কৃতি, ভাষা ও জীবনযাপন মানুষের মাঝে তুলে ধরেন। তবে এর মধ্যে একটি পক্ষ রয়েছে, যারা মেহেরপুরের মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিকৃত করে পুরো বাংলাদেশে প্রচার করছেন। আমাদের মনে রাখা উচিত, সামান্য কিছু ভিউয়ের জন্য যদি আমাদের সংস্কৃতি ও ভাষাকে বিকৃত করি, তাহলে এর খারাপ প্রভাব দীর্ঘ সময়ের জন্য থাকবে।”

প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে কনটেন্ট তৈরির পদ্ধতিও বদলেছে। মোবাইল ফোনে ভিডিও ধারণ ও সম্পাদনার পাশাপাশি এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ব্যবহার করে ছবি ও ভিডিও পরিবর্তন করা সম্ভব। ফলে বাস্তবে ঘটেনি এমন দৃশ্যও বাস্তবের মতো উপস্থাপন করা সম্ভব হচ্ছে।

এ ধরনের প্রযুক্তির ইতিবাচক ব্যবহার যেমন রয়েছে, তেমনি অপব্যবহারের ঝুঁকিও রয়েছে। কোনো ব্যক্তির ছবি বা ভিডিও অনুমতি ছাড়া পরিবর্তন করে অশালীনভাবে উপস্থাপন করা হলে তা সামাজিকভাবে ক্ষতিকর হওয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য হয়রানির কারণ হতে পারে।

মেহেরপুরের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের বড় একটি অংশ তরুণ। ফলে তাঁদের সামনে কী ধরনের কনটেন্ট যাচ্ছে, সেটি নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। নিয়মিত অশালীন বা কুরুচিপূর্ণ ভিডিও সামনে আসতে থাকলে সেটিকে স্বাভাবিক বিনোদন হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতা তৈরি হতে পারে।

বিশেষ করে কিশোর-কিশোরীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশি সময় কাটায়। তাঁদের সামনে থাকা কনটেন্টের ভাষা, উপস্থাপনা ও বিষয়বস্তু সামাজিক আচরণ ও মূল্যবোধে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে, সেটিও আলোচনার দাবি রাখে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক মুহা. আব্দুল্লাহ আল আমিন বলেন, “সোশ্যাল মিডিয়া বিনোদন ও শেখার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এর গুরুত্ব আমরা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে।

এক্ষেত্রে কনটেন্ট ক্রিয়েটররা অশ্লীল, মূল্যবোধবিরোধী এবং শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় এমন কনটেন্ট তৈরি করছেন। এই কনটেন্ট তৈরির কারণে আমাদের নতুন প্রজন্মের যে ইতিবাচক পরিবর্তন দরকার ছিল, তা হচ্ছে না। একটি কনটেন্টে শুধু ভিউ, লাইক, কমেন্টই সবকিছু নয়। আপনার ভিডিওর মাধ্যমে যাতে স্থায়ী পরিবর্তন হয় এবং মানুষ সৃষ্টিশীল কাজে উদ্বুদ্ধ হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার।”

ব্যক্তিগত ছবি বা ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার, কুরুচিপূর্ণ কনটেন্ট তৈরি এবং এআই দিয়ে ছবি পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলো নিয়ে আইনগত প্রশ্নও রয়েছে।

আইনজীবী আ.ন.ম. আল মামুন-অনল বলেন, “এ কয়দিন কুরুচিপূর্ণ পোস্ট ও এআই দিয়ে তৈরি ছবি এ ধরনের অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাইবার বুলিংয়ের ক্ষেত্রে সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্ট বা পর্নোগ্রাফি আইনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দুই থেকে সাত বছর সাজা এবং সর্বোচ্চ দুই লাখ টাকা জরিমানার বিধান আইনে আছে। তবে সাইবার

সিকিউরিটিতে মামলা করতে হলে বিভাগীয় জেলায় যেতে হয়। এ কারণে অনেকেই এ ধরনের মামলা করতে চান না। থানাতেও করা যায়, কিন্তু থানা সচরাচর এ ধরনের মামলা নিতে চায় না। যার কারণে মেহেরপুরে সাইবার বুলিং বা সাইবার ক্রাইম দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।”

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সন্তানরা কী ধরনের কনটেন্ট দেখছে, তা নিয়েও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে। অশালীন বা কুরুচিপূর্ণ কনটেন্ট শিশু-কিশোরদের সামনে সহজেই পৌঁছে যাওয়ায় পরিবার থেকেও সচেতন হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন অভিভাবকরা।

অভিভাবক মনিরা বেগম বলেন, “সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সন্তানরা কী দেখছে, সেটি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। বিনোদনের নামে কুরুচিপূর্ণ বা অশালীন কনটেন্ট সামনে এলে তাদের ওপর এর কী ধরনের প্রভাব পড়ছে, তা নিয়ে অভিভাবকদের আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।”

আরেক অভিভাবক রিতা খাতুন বলেন, “মোবাইল ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখন শিশু-কিশোরদের জীবনের অংশ। তাই কনটেন্ট নির্মাতাদেরও দায়িত্বশীল হওয়া দরকার। কারও ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে হাসাহাসি বা কুরুচিপূর্ণ ভিডিও তৈরি না করে ইতিবাচক কনটেন্ট তৈরি করা উচিত।”

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কনটেন্ট তৈরি করা বর্তমানে অনেকের জন্য সৃজনশীলতা প্রকাশ ও আয়ের মাধ্যম। মেহেরপুরের অনেক তরুণ ও তরুণী তথ্যবহুল, শিক্ষামূলক, বিনোদনমূলক ও স্থানীয় নানা বিষয় নিয়ে ভালো কনটেন্ট তৈরি করছেন। ফলে কনটেন্ট তৈরি বা মিম সংস্কৃতিকে নেতিবাচকভাবে দেখার সুযোগ নেই।

তবে দর্শক টানতে গিয়ে অশ্লীলতা, ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে হাসাহাসি কিংবা কাউকে হেয় করার প্রবণতা কতটা গ্রহণযোগ্য। একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়া কিংবা বেশি ভিউ পাওয়া কোনো কনটেন্টের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার নিশ্চয়তা দেয় না।

গাংনীতে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের দুই নেতা গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুর রহমান কমল (৪৫) ও জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি ইশরাক হোসেন আবির (২৫) নামের দুই জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) পৃথক দুটি স্থান থেকে তাদের গ্রেফতার করে গাংনী থানা পুলিশ।

ওবায়দুর রহমান কমল রামনগর মধ্যপাড়ার আব্দুস সামাদ ওরফে বাগু বিশ্বাসের ছেলে ও বামন্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। এবং ইশরাক হোসেন আবির গাংনী পৌরসভাধীন চৌগাছা গ্রামের মোল্লা পাড়ার জহিরুল ইসলামের ছেলে।

গাংনী থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাদ্দিস মোর্শেদ চৌধুরী জানান, বামন্দি ও ভবানীপুর পুলিশ ক্যাম্পের যৌথ অভিযানে ওবায়দুর রহমান কমলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার নামে চলতি বছরের একটি মামলা রয়েছে সেই মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়। অপরদিকে দুপুরে উপজেলার চিৎলা খামার এলাকা থেকে স্থানীয়রা জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি ইশরাক হোসেন আবিরকে আটক করে পুলিশের কাছে সোর্পদ করে। গ্রেফতারকৃত দুজনকেই আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় জিয়া মঞ্চের ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর সহযোগী সংগঠন জিয়া মঞ্চের ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দামুড়হুদায় র্যালি, কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা সদরের চৌরাস্তা মোড়ে বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ে দামুড়হুদা

উপজেলা জিয়া মঞ্চের উদ্যোগে এসব কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা জিয়া মঞ্চের সভাপতি আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে রফিকুল হাসান তনু বলেন, “জিয়া মঞ্চের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী শুধু একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নয়, এটি সংগঠনের নেতাকর্মীদের ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করার একটি উপলক্ষ। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি সংগঠনের নেতাকর্মীদের মানুষের পাশে থেকে সামাজিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানাই।”

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক আবুল হাসেম।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জিয়া মঞ্চের চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. ডালিম হোসেন, সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. আহসান হাবীব, দামুড়হুদা উপজেলা জিয়া মঞ্চের সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. কবির উদ্দিন মোড়ল, সহ-সভাপতি মো. ইকবাল হোসেন মাস্টার, সহ-সভাপতি মো. মোশারফ হোসেন, প্রভাষক আবুল কালাম, মো. তারিক কাজী ইমরান ও অবসরপ্রাপ্ত আর্মি কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলামসহ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

আলোচনা সভায় বক্তারা জিয়া মঞ্চের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। পরে কেক কেটে জিয়া মঞ্চের ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করা হয়।

গাংনী সীমান্তে ৯ লাখ টাকার

ভারতীয় মদ ও ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া সীমান্ত থেকে ৯ লাখ ৭ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যের ভারতীয় মদ ও ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে ৪৭ বিজিবি।

মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ভোরে তেঁতুলবাড়িয়া বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার হাটপাড়া নামক স্থানে সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় বিজিবির একটি টহল দল। ৪৭ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাশেদ কামাল রনি এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

অভিযানে মালিকবিহীন অবস্থায় ৫ বোতল ভারতীয় মদ ও ৩ হাজার পিস ডেক্সামেথাসন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। বিজিবি জানায়, উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের আনুমানিক সিজার মূল্য ৯ লাখ ৭ হাজার ৫০০ টাকা।

উদ্ধার করা মালামাল গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মেহেরপুরে জিয়া মঞ্চের ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

মেহেরপুরে জিয়া মঞ্চের ৩৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও কেক কাটা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৩টায় মেহেরপুর বিএনপির কার্যালয়ে জিয়া মঞ্চ জেলা শাখার উদ্যোগে এ আলোচনা সভা ও কেক কাটা হয়।

জিয়া মঞ্চ মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক কামরুজ্জামান বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

জিয়া মঞ্চ মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মো. সাইদুর রহমানের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাহাঙ্গীর বিশ্বাস বলেন, আজকে তথাকথিত কমিটির নামে হাইব্রিড কিছু লোক হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হয়ে এসে বিএনপিকে নেতৃত্ব দিতে চাইছে। শহীদ জিয়াউর রহমানের স্বপ্ন এবং তারেক রহমান যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা বাস্তবায়ন করতে হলে দেশপ্রেমিক, সৎ ও ত্যাগী নেতাকর্মী ছাড়া সম্ভব নয়।

তিনি আরও বলেন, আগে যখন আমরা কোর্টে বিভিন্ন মামলার হাজিরা দিতে যেতাম, তখন আমাদের কটাক্ষ করা হতো আজও আপনারা বিএনপি করেন। আর আজ তারা নিজেদের বিএনপি নেতা বলে পরিচয় দিচ্ছেন। গত ১৬-১৭ বছর আপনাদের সঙ্গে নিয়ে আমরা নির্যাতন, জেল-জুলুম সহ্য করে বিএনপিকে টিকিয়ে রেখেছি। আজ আমরা হাইব্রিডদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারি না।

জাহাঙ্গীর বিশ্বাস আরও বলেন, আমাদের লড়াই অব্যাহত আছে। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে থেকে তারেক রহমানের ৩১ দফার মধ্য দিয়ে আমরা সেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।

আলোচনা সভায় জিয়া মঞ্চের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। পরে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটা হয়। এ সময় জিয়া মঞ্চ, বিএনপি ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে এনসিপির উপজেলার আহ্বায়ক কমিটির (আংশিক) অনুমোদন

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) মেহেরপুর জেলা শাখার আওতাধীন মুজিবনগর উপজেলা শাখার আংশিক আহ্বায়ক কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) মেহেরপুর জেলা শাখার পক্ষ থেকে আগামী ছয়

মাসের জন্য এ কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

অনুমোদিত কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে মো. নাহিদ ইসলাম, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে মো. রবিউল ইসলাম এবং যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে সজিব হাসান, হাফেজ ক্বারী মো. মনিরুল ইসলামের নাম উল্লেখ রয়েছে।

এ ছাড়া সদস্য সচিব হিসেবে মো. মাহফুজুর রহমান, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য সচিব হিসেবে মো. সজিব শেখ এবং যুগ্ম সদস্য সচিব হিসেবে মো. শহিদ রানা, মো. জহিরুল ইসলামকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মো. রাকিব হাসান এবং সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মো. জিহাদ উদ্দিন, রকি পিয়াদার নাম রয়েছে।

জেলা শাখার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে, অনুমোদিত কমিটিকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি প্রণয়ন করে জেলা কমিটির দপ্তরে জমা দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

নতুন এ কমিটির মাধ্যমে মুজিবনগর উপজেলায় এনসিপির সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা করছেন।